DHAKA FRIDAY APRIL 5, 2019

SECOND EDITION

THE DAILY Star ON FRI

www.thedailystar.net

Your Right to Know

Creating entrepreneurship opportunities prerequisite for poverty reduction

Qazi Kholiquzzaman says at seminar

STAFF CORRESPONDENT

Creating more entrepreneurship opportunities is a prerequisite for poverty reduction in the country, economist Qazi Kholiquzzaman Ahmad said yesterday.

"More investment has to be made on where productivity is, so that productivity along with profit, savings, and investment increase," he said.

He was speaking at a seminar at the conference room of NGO Affairs Bureau in the capital.

The bureau in collaboration with Association for Land Reform and Development (ALRD) arranged the seminar on "Implementation of Sustainable Development Goals and NGO's Partnership".

Kholiquzzaman, chairman of Palli Karma-Sahayak Foundation, said for creating entrepreneurship, five key components -- training, technology, market information, marketing support, and proper financing -- would be required.

He said significant investment in the country's rural settings has been made but it remained outside of the government's official information mechanism because of data gap.

Speakers at the seminar stressed on strengthening collaboration between government and non-government sectors for achieving sustainable development in the country.

Addressing as chief guest, Abul Kalam Azad, chief coordinator for SDG Affairs at the Prime Minister's Office, said NGOs have made better contribution than that of the government sector in terms of the country's development.

He called upon the non-government sector to ensure more transparency in financial disbursements.

Presenting a paper, Shimul Sen,

SEE PAGE 4 COL 5

Creating entrepreneurship

FROM PAGE 3

senior assistant chief at the General Economic Division of Bangladesh Planning Commission, said around USD 928.48 billion additional (than the 2015-16 constant prices) funding would be required from 2017 to 2030 to fully implement the SDGs in the country.

Aroma Dutta, lawmaker and executive director of PRIP Trust, said that more work has to be done for ensuring better partnership between government and non-government sectors.

Chairing the seminar, NGO Affairs Bureau Director General KM Abdus Salam said the government is committed to an effective partnership with the NGO sector, and that commitment is apparent in engagement of different ministries in various projects.

ALRD Chairperson Khushi Kabir, among others, spoke at the seminar.

উন্নয়নের মূলধারায়
আলোকিত বাংলাদেশ
দ্বিতীয় সংস্করণ
শুক্রবার ৫ এপ্রিল ২০১৯
রেজিঃ নং-ডিএ ৬১৯৮ | বর্ষ ১ সংখ্যা ২১৫ | ২২ চৈত্র ১৪২৫ | ২৮ রজব ১৪৪০ হিজরি www.alokitobangladesh.com thealokitobanglade

সেমিনারে এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক

সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শক্তিশালী হয়েছে অর্থনীতি

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মো. আবুল কালাম আজাদ বলেছেন, দেশের অর্থনীতি বেশ শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। সবার সম্মিলিত চেষ্টার ফলেই দেশ এ অবস্থানে এসেছে। সবাই মিলে করলে যে কোনো কাজ সহজেই করা যায়। বৃহস্পতিবার এনজিও বিষয়ক ব্যুরো আয়োজিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও বেসরকারি সংস্থার অংশীদারিত্ব' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

এনজিও ব্যুরোর মহাপরিচালক কেএম আবদুস সালামের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জামান, সংসদ সদস্য ও প্রিপ ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক অ্যারোমা দত্ত, এএলআরডির চেয়ারপারসন খুশী কবির। আবুল কালাম আজাদ বলেন, বর্তমানে দেশের মাথাপিছু আয় ১৯০৯ ডলারে উন্নীত হয়েছে। উন্নয়ন সংস্থা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকও বলেছে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ৮ শতাংশ। এ থেকে বোঝা যায় অর্থনীতি অনেক শক্তিশালী হয়েছে। এটা কোনো একক অর্জন নয়। সবাই মিলে কাজ করার কারণেই এমনটি হয়েছে। এতে এনজিওদের ভূমিকাও রয়েছে। এসডিজি অর্জনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এনজিওগুলোর কার্যক্রম অনেক সন্তোষজনক। বিশেষ করে তাদের মাঠপর্যায়ে অনেক লোকজন রয়েছে। এতে কোনো কিছু বাস্তবায়নে কম সময় লাগে। তিনি বলেন, এনজিওগুলোকে এসডিজির গোলভিত্তিক টার্গেট ঠিক করতে হবে। কোন কোন গোলে এনজিওর অংশগ্রহণ কম রয়েছে তা বের করে সেখানে সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে।

পিকেএসএফের চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জামান বলেন, টেকসই উন্নয়ন বলতে বুঝায় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন। এ উন্নয়নের পথে এনজিওগুলোর কার্যক্রম সমন্বিত হতে হবে। তাদের স্থানীয় সরকারের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, শুধু আর্থিক সহায়তা দিয়ে দারিদ্র্য দূর করা যাবে না। এজন্য দরিদ্রদের উদ্যোক্তায় পরিণত করতে হবে। তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে।

দৈনিক আজকের দেশবিদেশ
The Daily Ajker Deshbidesh
শেষের পাতা
০১ এপ্রিল ২০১৮ রবিবার

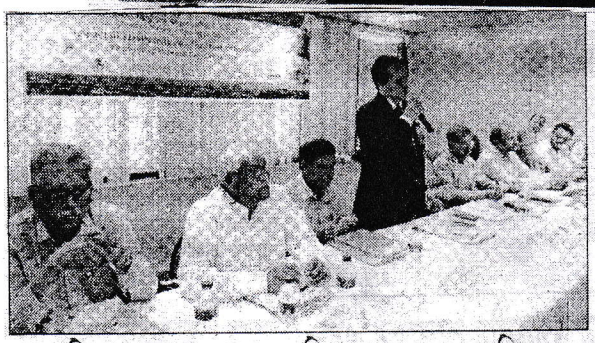

পাবলিক ডায়লগ সভায় এনজিও ব্যুরোর মহাপরিচালক

এনজিওরা আশি-নব্বই দশকের মতো কাজ করলে হবে না, তাদেরকে জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে

বার্তা পরিবেশক

কক্সবাজার সিএসও এনজিও ফোরাম এবং কোস্ট ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে গতকাল হোটেল ইউনি-রিসোর্ট-এর কনফারেন্স হলে স্থানীয় অধিবাসীদের উপর বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের আগমনের প্রভাব এবং বর্ষা মৌসুমে সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবেলায় করণীয় নির্ধারণে একটি গণ-সংলাপ সভার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক কে এম আব্দুস সালাম, প্রধানমন্ত্রির কার্যালয়। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্তি সচিব ও রিফিউজি, (এরপর পৃষ্ঠা-২ঃ কলাম-৫)

অর্জন করতে হবে

রিলিফ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ আবুল কালাম। গণ-সংলাপ সভার প্যানেল মেম্বার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তৃতা করেন প্রফেসর ড. আইনুন নিশাত, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়, বিসিএএস এর নির্বাহী পরিচালক ড. আতিক রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ ফেরামের অধ্যাপক নাইম গওহর ওয়াবা, আইএসসিজি-র সিনিয়র কো-অডিনেটর সম্বুল রিজভি, ইউএনএইচসিআর-এর কর্মকর্তা এলিজাবেথ প্লেস্টার এবং আইওএম-এর কর্মকর্তা ম্যানুয়েল মনিজ পেরিইরা। কক্সবাজার সিভিল সোসাইটির পক্ষ থেকে বক্তৃতা করেন রূপালী সৈকত পত্রিকার সম্পাদক ফজলুল কাদের চৌধুরী। এই গণ-সংলাপ সভার মডারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন রেজাউল করিম চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক -কোস্ট ও কো-চেয়ার কক্সবাজার সিএসও-এনজি ফোরাম এবং আবু মোরশেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, পালস ও কো-চেয়ার, কক্সবাজার সিএসও-এনজি ফোরাম (সিসিএনএফ)। সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কক্সবাজার সিএসও-এনজি ফোরামের কো-চেয়ার আরিফুর রহমান- নির্বাহী পরিচালক, ইপসা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তৃতা করেন পালংখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এম গফুর উদ্দিন চৌধুরী, হোয়াইক্যং মডেল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মাওলানা নুর আহমদ আনোয়ারী, বাহারছড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মৌলানা আজিজ উদ্দিন, হ্নীলার ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আবুল হোসেন। এ ছাড়াও উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়নের (রাজাপালং,পালংখালী, হোয়াক্যং, হ্নীলা ও বাহারছড়া) মোট ৫০ জন ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইউ এন এজেন্সি, স্থানীয়, জাতীয়-আন্তর্জাতিক এনজিও সংস্থার কর্মকর্তাগণ এবং সুশীলসমাজ, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ। ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের পক্ষ থেকে বক্তৃতা করেন রাজাপালং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মোহাম্মদ শাহজাহান, খুরশিদা বেগম, পালংখালী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নুরুল আবছার চৌধুরী, মোজাফফর আহমদ, নুরুল আমিন, হোয়াইক্যং মডেল ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য জালাল আহমদ, হ্নীলা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হোসাইন আহমেদ, আবুল হোছেন, এবং মর্জিনা আক্তার সিদ্দিকী, বাহারছড়া ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মোঃ সোনা আলী প্রমুখ। সভায় চেয়ারম্যান মেম্বারদের বাংলা বক্তৃতা উপস্থিত বিদেশী অতিথিদের জন্য ইংরেজিতে অনুবাদ করে শোনানো হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এনজিও ব্যুরোর মহা পরিচালক কে এম আব্দুস সালাম সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই চমৎকার আয়োজনের জন্য আয়োজকরা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। তিনি বলেন, স্থানীয় মানুষ অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন, ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। এটা ধরে রাখতে হবে, কারণ প্রধানমন্ত্রি শেখ হাসিনার প্রতি আস্থা রাখতে হবে। কারণ বিশ্বের নজর এখন আং সাং সুচি থেকে শেখ হাসিনার দিকে। তিনি বলেন, আমরা বাংলাদেশের জনগণ ও সরকার ইউ এন-এর পক্ষে মায়নমার বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের জন্য কাজ করছি। এতে বিশ্বে আমাদের সুনাম বেড়েছে।

দেশী-বিদেশী এনজিও-দের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, এনজিওগুলোর কাজ জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে। এনজিওরা যে ভাল কাজ করছে তা জনগণকে জানাতে ও দেখাতে হবে । তিনি বলেন, সে জন্যে এনজিওদেরকে স্থানীয় জনগণের সাথে মিলে মিশে কাজ করতে হবে। মহাপরিচালক বলেন, এনজিওদের কাজ এখন আর ১৯৮০/১৯৯০ সালের মতো করলে হবে না। এখন ডিজেটাল যুগ, আগের মতো কাজ করলে চলবে না এবং জনগণ মানবে না। তিনি বলেন, মায়ানমার নাগরিকদের ব্যাপারে আমাদের প্রধানমন্ত্রি ধৈর্য্য ধরেছেন আমাদেরকেও ধৈর্য্য ধরতে হবে। তাতে আমরা অবশ্যই সফল হবো। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা মোহাম্মদ আবুল কালাম বলেন, আইওএম, ইউএনএইচসিআর, আইএসসিজি মিলেমিশে একত্রে কাজ করছে এবং আরো সম্পদের ও অর্থের ব্যবস্থা করছে যাতে মায়ানমার বাস্তুচ্যুত নাগরিকসহ কক্সবাজারের স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের যথাযথ সহায়তা করা যায়। তিনি শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার অফিস কিভাবে কাজ করছে সভায় তার বিবরণ দেন। তিনি বলেন আমরা প্রতিদিন ৪ টি ফুটবল মাঠের সমান বন হারাচ্ছি, অন্য ক্ষেত্রেও ক্ষতি কম নয়। তিনি বলেন, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে জয়েন্ট রেসপন্স প্ল্যান (জেআরপি)-এর রেসপন্স পাবো, যার মধ্যে ২৫% বরাদ্দ স্থানীয় কমিউনিটির জন্য সহায়তার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, মায়ানমার নাগরিকদের দায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের, মায়নমার নাগরিকদের বঞ্চনা ও বিরোধ সমাধান করা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নৈতিক দায়িত্ব। তিনি সভায় মায়ানমার নাগরিকসহ স্থানীয় নাগরিকদের জন্য গৃহীত উদ্যোগসমূহ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। সভার শুরুতে কোস্ট ট্রাস্ট পরিচালিত, মায়ানমার বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠির আগমনের ফলে কক্সবাজারের স্থানীয় জনসাধারণের শিক্ষা-স্বাস্থ্য, কৃষি ও সর্বোপরি পরিবেশের কি ক্ষতি হয়েছে তার একটি গবেষণা প্রতিবেদন তুলে ধরেন কোস্ট ট্রাস্ট-এর সহকারী পরিচালক জনাব বরকত উল্লাহ মারুফ । মায়ানমার জনগোষ্ঠির আগমনের ফলে উখিয়া-

দৈনিক
রূপালী সৈকত

০১ এপ্রিল ২০১৮ ইংরেজী রবিবার ১৮ চৈত্র ১৪২৪ বাংলা

এনজিওদের জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে-এনজিও ব্যুরোর মহাপরিচালক

অংসান সুচি যা হারাচ্ছেন শেখ হাসিনা তা অর্জন করছেন

কক্সবাজার সিএসও এনজিও ফোরাম এবং কোস্ট ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে গতকাল শনিবার হোটেল ইউনি-রিসোর্ট-এর কনফারেন্স হলে স্থানীয় অধিবাসীদের উপর বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের আগমনের প্রভাব এবং বর্ষা মৌসুমে সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবেলায় করণীয় নির্ধারণে একটি গণ-সংলাপ সভার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালককে এম আব্দুস সালাম, অতিরিক্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রির কার্যালয়। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্তি সচিব ও রিফিউজি, রিলিফ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ আবুল কালাম। গণ-সংলাপ সভার প্যানেল মেম্বার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তৃতা করেন প্রফেসর ড. আইনুন নিশাত, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়, বিসিএএস এর নির্বাহী পরিচালক ড. আতিক রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ ফেরামের অধ্যাপক জনাব নাইম গওহর । ২য় পৃষ্ঠায় কলাম - ৬

অংসান সুচি

ওয়ারা, আইএসসিজি-র সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর জনাব সম্বুল রিজভি, ইউএনএইচসিআর-এর কর্মকর্তা জনাব এলিজাবেথ প্লেস্টার এবং আইওএম-এর কর্মকর্তা জনাব ম্যানুয়েল মনিজ পেরিইরা। কক্সবাজার সিভিল সোসাইটির পক্ষ থেকে বক্তৃতা করেন রূপালী সৈকত পত্রিকার সম্পাদক ফজলুল কাদের চৌধুরী। এই গণ-সংলাপ সভার মডারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব রেজাউল করিম চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক -কোস্ট ও কো-চেয়ার কক্সবাজার সিএসও-এনজি ফোরাম এবং আবু মোরশেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, পালস ও কো-চেয়ার, কক্সবাজার সিএসও-এনজি ফোরাম (সিসিএনএফ)। সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কক্সবাজার সিএসও-এনজি ফোরামের কো-চেয়ার আরিফুর রহমান- নির্বাহী পরিচালক, ইপসা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তৃতা করেন জনাব পালংখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এম গফুর উদ্দিন চৌধুরী, হোয়াইক্যং মডেল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মাওলানা নুর আহমদ আনোয়ারী, বাহারছড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মৌলানা আজিজ উদ্দিন, ফ্রীলার ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আবুল হোসেন। এ ছাড়াও উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়নের (রাজাপালং,পালংখালী, হোয়াক্যং, ফ্রীলা ও বাহারছড়া) মোট ৫০ জন ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইউ এন এজেন্সি, স্থানীয়, জাতীয়-আন্তর্জাতিক এনজিও সংস্থার কর্মকর্তাগণ এবং সুশীলসমাজ প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ।

ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের পক্ষ থেকে বক্তৃতা করেন রাজাপালং ইউনিয়ন পরিষদে সদস্য মোহাম্মদ শাহজাহান, খুরশিদা বেগম, পালংখালী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নুরু আবছার চৌধুরী, মোজাফফর আহমদ, নুরুল আমিন, হোয়াইক্যং মডেল ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য জালাল আহমদ, ফ্রীলা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হোসাইন আহমেদ আবুল হোছেন, এবং মর্জিনা আক্তার সিদ্দিকী, বাহারছড়া ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মে সোনা আলী প্রমুখ। সভায় চেয়ারম্যান মেম্বারদের বাংলা বক্তৃতা উপস্থিত বিদে অতিথিদের জন্য ইংরেজিতে অনুবাদ করে শোনানো হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতি এনজিও ব্যুরোর মহা পরিচালক জনাব কে এম আব্দুস সালাম সবাইকে ধন্যবাদ জানি বলেন, এই চমৎকার আয়োজনের জন্য আয়োজকরা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। তি বলেন, স্থানীয় মানুষ অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন, ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। এটা ধ রাখতে হবে, কারণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আস্থা রাখতে হবে। কারণ বিশে নজর এখন আং সাং সুচি থেকে শেখ হাসিনার দিকে। তিনি বলেন, আমরা বাংলাদেশে জনগণ ও সরকার ইউ এন-এর পক্ষে মায়নমার বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের জন্য কাজ করা এতে বিশ্বে আমাদের সুনাম বেড়েছে। দেশী-বিদেশী এনজিও-দের উদ্দেশ্যে তিনি বলে এনজিওগুলোর কাজ জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে। এনজিওরা যে ভাল ক করছে তা জনগণকে জানাতে ও দেখাতে হবে। তিনি বলেন, সে জন্যে এনজিওদের স্থানীয় জনগণের সাথে মিলে মিশে কাজ করতে হবে। মহাপরিচালক বলেন, এনজিওদে কাজ এখন আর ১৯৮০/১৯৯০ সালের মতো করলে হবে না। এখন ডিজেটাল যু আগের মতো কাজ করলে চলবে না এবং জনগণ মানবে না। তিনি বলেন, মায়ানম নাগরিকদের ব্যাপারে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ধৈর্য্য ধরেছেন আমাদেরকেও ধৈর্য্য ধর হবে। তাতে আমরা অবশ্যই সফল হবো। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা মোহাম্মদ আবুল কা বলেন, আইওএম, ইউএনএইচসিআর, আইএসসিজি মিলেমিশে একত্রে কাজ কর এবং আরো সম্পদের ও অর্থের ব্যবস্থা করছে যাতে মায়ানমার বাস্তুচ্যুত নাগরিক কক্সবাজারের স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের যথাযথ সহায়তা করা যায়। তিনি শরণার্থী, ও প্রত্যাবাসন কমিশনার অফিস কিভাবে কাজ করছে সভায় তার বিবরণ দেন। বি বলেন আমরা প্রতিদিন ৪ টি ফুটবল মাঠের সমান বন হারাচ্ছি, অন্য ক্ষেত্রেও ক্ষতি নয়। তিনি বলেন, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে জয়েন্ট রেসপন্স প্ল্যান (জেআরপি)- রেসপন্স পাবো, যার মধ্যে ২৫% বরাদ্দ স্থানীয় কমিউনিটির জন্য সহায়তার পরিক করা হয়েছে। তিনি বলেন, মায়ানমার নাগরিকদের দায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদা মায়নমার নাগরিকদের বঞ্চনা ও বিরোধ সমাধান করা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নৈ দায়িত্ব। তিনি সভায় মায়ানমার নাগরিকসহ স্থানীয় নাগরিকদের জন্য গৃহীত উদ্যোগ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। সভার শুরুতে কোস্ট ট্রাস্ট পরিচালিত, মায়ানমার বাস্তু জনগোষ্ঠির আগমনের ফলে কক্সবাজারের স্থানীয় জনসাধারণের শিক্ষা-স্বাস্থ্য, কৃ সর্বোপরি পরিবেশের কি ক্ষতি হয়েছে তার একটি গবেষণা প্রতিবেদন তুলে ধ কোস্ট ট্রাস্ট-এর সহকারী পরিচালক জনাব বরকত উল্লাহ মারুফ। মায়ানমার জনগে আগমনের ফলে উখিয়া-টেকনাফের তথা কক্সবাজার জেলার প্রতিটি ক্ষেত্রে যে অপূ ক্ষতি সাধিত হয়েছে, যা পূরণ করতে এখনই উদ্যোগ না নিলে দীর্ঘদিন এই ক্ষতি বেড়াতে হবে বলে তার উপস্থাপনায় জানান। সর্বশেষে সিএসও এনজিও ফোরামের চেয়ার আবু মোরশেদ চৌধুরী সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের স ঘোষণা করেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি